অধ্যায়

1

সমাজবিজ্ঞান: অর্থ ও তার সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি

1.1 সমাজবিজ্ঞানের অর্থ

'Sociology' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Socious' এবং 'Logos' থেকে। এর মধ্যে 'Socious' শব্দটির অর্থ হল 'Society' (সমাজ) এবং 'Logos' শব্দটির অর্থ হল 'Science' (বিজ্ঞান)। সুতরাং বলা যায় 'Sociology' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল সমাজের বিজ্ঞান (Science of Society)। তবে আধুনিক অর্থে 'Socious' শব্দটির অর্থ ভিন্ন ভাবে ধরা হয়, তা হল 'companionship' অর্থাৎ 'sociology is the science of companionship'।

'Indian Council of social science and Research' এদের মতে সমাজবিজ্ঞান হল কতকগুলি সামাজিক উপাদান, যেমন- অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব, শিল্পের সমাজতত্ত্ব, জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব, শিক্ষার সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির সমন্বিত রূপ।

N.L. Word এর মতে- "Sociology is the science of society and social phenomenon of the progress" (সমাজবিজ্ঞান হল সমাজের বিজ্ঞান এবং অগ্রগতির সামাজিক প্রেক্ষাপট)

Hob House এর মতে "মানব মনের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াই হল সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।" ('The subject matter of sociology is the Interaction of human mind')

✓ Mac Iver এবং Page -এর মতে -"সমাজবিজ্ঞান হল সামাজিক সম্পর্কের আলোচনা"। (Sociology is the study of the social relationship.)

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে সমাজবিজ্ঞান হল কতকগুলি নির্বাচিত আচার-আচরণ। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, মানব গোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যাবলি এবং বিকাশ কাঠামোর একটি সুসংগঠিত আলোচনা, অর্থাৎ বলা যায়- "Sociology is the systematic study of the development structure and the function of human groups, conceive as process of Interaction or as organised pattern of collective Behaviour."

1.2 শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান—অর্থ, প্রকৃতি ও পরিধি

শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান হল শিক্ষা ও সমাজের একটি সমন্বয়। শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান হল সমাজবিজ্ঞানের সেই শাখা, যে শাখা মূলত ব্যক্তি, ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী, দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত দিকগুলি পর্যালোচনা করে। আরো সুনিশ্চিত ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় "শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান হল প্রতিষ্ঠান,

Scanned with CamScanner

সামাজিক দল এবং সমাজ সম্পর্কিত ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞান"। আবার অন্যভাবে বলা যায় যে "শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান সেই সমস্ত সমাজ সম্পর্কগুলির আলোচনা করে, যার মধ্যে এবং যার সাহায্যে মানুষ তার অভিজ্ঞতা সঞ্চিত এবং সংগঠিত করে তুলতে পারে"।

▼ **শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Educational Sociology):** এক কথায় শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদান করা সহজ ব্যাপার নয়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নীচে কয়েকজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদের সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হল—

i. **Brown** (ব্রাউন)-এর মতে "শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে।"

ii. **Cook** এবং **Cook** এরা শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন- "পার্থিব বিষয়বস্তু এবং মানবিক সম্পর্কের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার জন্য সমাজবৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োজনই হল শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান।" অর্থাৎ- Educational sociology is the application of sociological Knowledge and technique to educational problem in the field of human relations and material well beings."

iii. **Robert stalecuff**-এর মতে "The application of general principles and findings of sociology to the administration and process of education." অর্থাৎ বলা যায় "শিক্ষা প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি ও আবিষ্কারসমূহের প্রয়োগই হল শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান"।

iv. আবার শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা **E.George Payne** বলেছেন "শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান হল এক ধরণের বিজ্ঞান, যা সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক গোষ্ঠী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করে এবং যেখানে বা যার মধ্য দিয়ে সমাজস্থ ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা অর্জন ও সংগঠিত করে থাকে"।

সুতরাং সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান হল সমাজবিজ্ঞানের এমন একটি শাখা, যে শাখাটিতে মানুষের বা কোনো মানব শিশুর শিক্ষাকালীন আচরণকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়।

▼ **শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি (Nature of Educational Sociology):** যে-কোনো বিষয়ের মতো শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানেরও একটি নিজস্ব প্রকৃতি আছে। নীচে শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতিগত দিকগুলি আলোচনা করা হল—

i. শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান হল শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তার আলোচনা করা।

ii. সমাজবিজ্ঞানের মতো শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানেরও একটি প্রধান দিক হল সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনা করা।

iii. শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

iv. শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষ প্রকৃতিগত দিক হল— এটি সমাজবিজ্ঞানের একটি প্রয়োগমূলক শাখা।

Scanned with CamScanner

v. শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান হল এক ধরণের বস্তুবাদী বিজ্ঞান, যা শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি সুনির্দিষ্ট মান গঠন করে এমন পথে তাকে সুপরিচালিত করার চেষ্টা করে, যা ব্যক্তির ও সমাজের মঙ্গল সাধনে সক্ষম হবে এবং সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

vi. শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানের আরেকটি বিশেষ প্রকৃতিগত দিক হল শিক্ষার মাধ্যমে মানব শিশুর সামাজিকীকরণ কিভাবে ঘটে, শিক্ষা শিশুদের কিভাবে সাহায্য করে, সেই বিষয়ে অনুশীলন করা এবং শিক্ষা ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

▼ **শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানের পরিধি (Scope of Educational Sociology):** আধুনিককালে শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানীরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। তাঁদের বিভিন্ন গবেষণা বিশ্লেষণ করলে শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানের পরিধি সঠিক ভাবে জানা যায়।

i. **শিক্ষার লক্ষ্য:** শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কোনো কোনো শিক্ষাবিদ শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করেছেন। যেমন— রুশো, তিনি বিশেষভাবে সমাজের কুপ্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীগণ, শিক্ষাকে আবার সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

বিভিন্ন সামাজিক আর্দশ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ জাতি ও গোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা শিক্ষামূলক সমাজ বিজ্ঞানের কাজ।

ii. **পাঠ্যক্রম:** শিক্ষার লক্ষ্যের ভিত্তিতে এবং সামাজিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার পাঠ্যক্রমটি কেমন হওয়া উচিৎ, সে বিষয়ে আলোচনা করাও শিক্ষাগত সমাজ বিজ্ঞানের অর্ন্তগত। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম প্রকৃতপক্ষে সমাজ সংস্কার ও সমাজ অগ্রগতির নামান্তর মাত্র। তাই আধুনিককালে কী ধরণের আদর্শ পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের সামাজিক উন্নতিতে সহায়তা করবে, তা নির্ধারণ করার দায়িত্বও শিক্ষাগত সমাজবিজ্ঞান গ্রহণ করেছে।

iii. **শিক্ষার পদ্ধতি নির্ধারন:** দলগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেবার জন্য কোন কোন পদ্ধতিগুলি কার্যকর, কোন পদ্ধতিগুলি কার্যকর নয়, সে বিয়য়েও শিক্ষাগত সমাজবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

iv. **শৃঙ্খলা:** শৃঙ্খলা হল যে-কোনো দল বা সমাজের একটি অপরিহার্য বিষয়। দলকে ঠিক পথে ঠিক মতো চালাতে হলে শৃঙ্খলা অবশ্যই প্রয়োজন হয়। মানব সমাজের বিভিন্ন শৃঙ্খলাকে সমাজে কিভাবে স্থাপন করা যায়, সে বিষয়ে শিক্ষাগত সমাজবিজ্ঞান বিস্তারিত আলোচনা করে থাকে।

v. **দলীয় গতিধর্মীতা:** একজন মানুষ বা একজন শিক্ষার্থী যখন একা থাকে, তখন তার আচরণ কেমন হয়, আবার দলের সংস্পর্শে যখন আসে, তখন তার আচরণ কি রকম হয় অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর আচরণগুলি শিক্ষাগত সমাজবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দলীয়ও গতিধর্মীতা কতটা প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়েও আলোচনা করাও শিক্ষাগত সমাজবিজ্ঞানের কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

vi. **বিদ্যালয় পরিচালনা ও প্রশাসন:** বিদ্যালয় পরিচালনা ও প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করা শিক্ষাগত সমাজবিজ্ঞানের কর্ম পরিধির অর্ন্তগত। শিক্ষাকে যেহেতু সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়, সেহেতু সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও সুপরিকল্পিতভাবে করা উচিৎ।

Scanned with CamScanner

vii. **শিক্ষকের দায়িত্ব:** শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানে শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষককে শিক্ষার্থীর বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিকের ভূমিকা পালন করতে হয়। তিনি একদিকে সামাজিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা রাখবেন, অন্যদিকে এই রীতিনীতিকে যথাযোগ্য সামাজিক পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালিত করার কৌশল সম্বন্ধে অবহিত থাকবেন।

viii. **মানবীয় সম্পর্ক:** শিক্ষালয়ের অর্ন্তগত বিভিন্ন শ্রেণির শিশুরা বা ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের এই পারস্পরিক সম্পর্ক কিভাবে দৃঢ়তা লাভ করে, তাদের সেই পারস্পরিক সম্পর্ককে সমাজ কল্যাণের কাজে প্রয়োগ করা যায় কিনা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা শিক্ষাগত সমাজবিজ্ঞানের কর্ম পরিধির অন্তর্গত।

ছাত্রছাত্রীদের এই পারস্পরিক সম্পর্ক কতটা গভীরতা লাভ করে, কোনো ধরণের সামাজিক অবস্থায় এই সম্পর্কগুলি দৃঢ়তা লাভ করে এবং শিথিল হয়ে যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করাও শিক্ষাগত সমাজবিজ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত।

ix. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়:** সমাজের বিভিন্ন সংস্থাগুলি একক বা বিভিন্নভাবে কাজ করতে পারে না। সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং সমাজিক অগ্রগতিকে বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলিকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। এই সমন্বয়ের অভাব ঘটলে সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাই শিক্ষাগত সমাজবিজ্ঞানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক সংস্থার কাজের সুষ্ঠু সমন্বয় কিভাবে করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা এবং গবেষণা করা হয়ে থাকে।

শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার পরিধি বিস্তৃত করেছে। মানুষের সমাজজীবনের উন্নতিসাধনে শিক্ষার যে দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষাবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানকে আপন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে। তাই এই বিজ্ঞান শিক্ষামূলক সমাজ ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

1.3 শিক্ষার সমাজতত্ত্ব (Sociology of Education)

শিক্ষার সমাজতত্ত্ব হল সমাজতত্ত্ব অনুসন্ধানের একটি বিশেষ ক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রটি শিক্ষার সমাজিক গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। শিক্ষা ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন করে এই শিক্ষার সমাজতত্ত্ব। এটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার সংগঠনগুলিকে বিশ্লেষণ করে। এই বিষয়টি শিক্ষা ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত যে সম্পর্ক বর্তমান, তা আলোচনা করে। যেমন— অর্থনীতি, ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি।

▼ শিক্ষার সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়বস্তু:

i. শিক্ষার সমাজতত্ত্ব শিক্ষাকে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঞ্চালক হিসাবে গণ্য করে।

ii. শিক্ষার যে সামাজিক কার্যক্রম রয়েছে, শিক্ষার সমাজতত্ত্ব সে সম্পর্কেও অনুসন্ধান করে।

Scanned with CamScanner

iii. বিদ্যালয় সংগঠন, বিদ্যালয় এবং সামাজিক গঠনতন্ত্র, পরিবার, গোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান সে বিষয়েও আলোচনা করে শিক্ষার সমাজতত্ত্ব।

iv. সমাজের যে শক্তিগুলি অহরহ কাজ করে চলেছে, তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়গুলির সংগঠনের ক্ষেত্রে কিরূপ কাজ করে, সে সম্পর্কেও এই বিষয় বিশেষ আগ্রহী।

v. শিক্ষাগত নির্বাচনে সামাজিক শ্রেণির যে এক বড় ভূমিকা রয়েছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করে শিক্ষার সমাজতত্ত্ব।

শিক্ষা বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করছে। সেজন্য শিক্ষা আজ সমাজে এক অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা। শিক্ষার হাত ধরে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়নের ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষা সমাজের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নিয়ন্ত্রণ,গতিশীলতা এ সমস্ত কিছুর জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক মতাদর্শ, ভাবধারা গঠনের জন্যও শিক্ষার অগ্রগণী ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। সুতরাং শিক্ষার সমাজতত্ত্ব এক অতি পরিচিত ও প্রয়োজনীয় শাখা হিসাবে পরিচিত।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হল, ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করা। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করাই হল শিক্ষার মূল লক্ষ্য, যার সাহায্যে সে পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে জ্ঞান, আদর্শ, অভ্যাস ও শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং তার সাহায্যে নিজের এবং সমাজের কল্যাণ আনয়ন করতে সক্ষম হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা শিক্ষার পরিকাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছে।

বিদ্যালয় ও সমাজের পারস্পরিক পরিবর্তিত সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষার ওপর সমাজতত্ত্বের প্রভূত প্রভাব বিস্তার পরিস্ফুট হয়। আধুনিক বিদ্যালয় তথা বাস্তব সমাজজীবন ব্যাতিরেকে অলীক জ্ঞান অর্জনের কোনো স্থান নেই। বিদ্যালয় হল সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা সামাজিক আয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে। এখানে ভবিষ্যত সমাজের সদস্যদের আচার আচরণ নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে তাদের এমন আদর্শ নাগরিকে পরিণত করা হয়, যারা সমাজের ও ব্যক্তির কল্যাণসাধন করবে। সুতরাং বিদ্যালয় এখন সমাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সরলীকৃত ও বিশুদ্ধ সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন সমাজে পরিণত করা হয়, যার মাধ্যমে শিশু সমাজজীবনের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সরাসরি লাভ করতে পারে ও নিজেকে পরবর্তী সমাজজীবনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে। এই পরিবর্তিত চিন্তাধারা ও ধারণাই প্রমাণ করে যে, শিক্ষা ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে মেলবন্ধনই শিক্ষার সমাজতত্ত্ব হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

1.4 শিক্ষা ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক

▼ **ভূমিকা:** সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যেকার সম্পর্ক নীচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল।

i. **সমাজ বিজ্ঞান ও শিক্ষার তাৎপর্য:** আধুনিক অর্থে শিক্ষা হল জীবনকালব্যাপী অভিজ্ঞতা অর্জনের চলমান প্রক্রিয়া। সমাজ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষার এই ব্যাপক তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাকে

Scanned with CamScanner

এক প্রকারের সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া একদিকে যেমন সমাজ-সংস্কৃতির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, তেমনি অন্যদিকে সামাজিক অগ্রগতিতে সাহায্য করে। সুতরাং বলা যায়, শিক্ষার আধুনিক এই অর্থ ও গতিশীল তাৎপর্য সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে।

ii. **সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষার লক্ষ্য:** আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারনের ক্ষেত্রেও সমাজবিজ্ঞানের প্রভাব দেখা যায়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সমাজের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার এই যে লক্ষ্য, তা বিশেষভাবে সমাজবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র জ্ঞানের সামগ্রী সরবরাহ করা নয়, শিক্ষার্থী যাতে আদর্শ সামাজিক জীব হিসাবে জীবনযাপন করতে পারে, সে বিষয় তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়াও শিক্ষার লক্ষ্য।

iii. **সমাজবিজ্ঞান ও পাঠ্যক্রম:** আধুনিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারনের নীতির মধ্যেও সমাজবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রভাব এসে পড়েছে। পাঠ্যক্রম নির্ধারনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা ও সমাজের সমসাময়িক ও ভবিষ্যত চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। পাঠ্যক্রম নির্ধারনের এই নীতি শিক্ষার সামাজিক উপযোগিতাকে আনুপাতিক হারে স্বীকৃতি দিয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রম-সংক্রান্ত ধারণার ব্যাপকতা এবং পাঠ্যক্রম নির্ধারনের ক্ষেত্রে সামাজিক চাহিদার ওপর গুরুত্বদান উভয়েই সমাজ-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

iv. **সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষণ পদ্ধতি:** আধুনিক শিক্ষণের মূলনীতি হল "Nothing can be thought, everything is to be learnt." অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। এই আত্মসক্রিয়তার নীতির পরিপূরক হিসাবে আধুনিক শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার নীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মূল তাৎপর্য হল, সামাজিক উপযোগিতাসম্পন্ন কার্যাবলিতে প্রত্যক্ষভাবে অশংগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে, শিক্ষার্থীর মধ্যে সক্রিয়তা আনতে হবে। এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের সাহায্য করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কর্মদক্ষতা অর্জনেও সহায়তা করবে। সুতরাং বলা যায় আধুনিক শিক্ষণের সাধারণ নীতি এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার নীতি সমাজবিদ্যার পরীক্ষিত সিদ্ধান্তের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে।

v. **সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষালয়ের ধারণা:** আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষালয় সম্পর্কে ধারণাও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক কালে শিক্ষালয়কে 'সমাজর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ' হিসাবে সংগঠিত করা হয়ে থাকে। আবার John Dewey বলেছেন "School is a purified, simplified and better balanced society." আবার আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিশুর সামাজিকীকরণকে শিক্ষালয়ের প্রধান কাজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষালয়গুলি একান্তভাবে সামাজিক দায়িত্বই পালন করছে। তাই বলা যায় যে, শিক্ষালয়গুলিকে সাংগঠনিক দিক থেকে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণে রূপান্তরিতকরণ এবং সেগুলির কর্মসূচির ওপর সামাজিক তাৎপর্য অর্পণ এই উভয় প্রক্রিয়াই সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

vi. **সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষালয় পরিচালনা:** আধুনিক শিক্ষায়, শিক্ষালয় সম্পর্কে ধারণার যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি শিক্ষালয় পরিচালনা-সংক্রান্ত ধারণারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষালয়গুলি

Scanned with CamScanner

পরিচালনার ব্যাপারে প্রচলিত সামাজিক পরিচালনার রীতিকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন— যে সমাজ গণতান্ত্রিক মতাদর্শের নীতির দ্বারা পরিচালিত সেখানে শিক্ষালয়গুলিও পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করবে। সুতরাং বলা যায় যে, এই ব্যাপারেও শিক্ষাবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

vii. **সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষক:** প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল শিক্ষকের। কিন্তু আধুনিক শিক্ষানীতিতে শিক্ষককে Friend, Philosopher and Guide-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় একজন আদর্শ শিক্ষকের মধ্যে যে গুণাবলি প্রত্যাশা করা হয় এবং যে দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে, তা সবই সমাজ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের পটভূমিতে নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্বের যে পরিবর্তন ঘটেছে তাও অনেকাংশে সমাজবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত।

viii. **সমাজবিজ্ঞান ও মানবীয় সম্পর্ক:** আধুনিক শিক্ষায় মানবীয় সম্পর্ক স্থাপনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অনুকূল হলে শিক্ষণ ও শিখনের প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। তাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে শিক্ষার অনুকূল করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সমাজবৈজ্ঞানিক কৌশলের (Sociometric Techniques) মাধ্যমে এই পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

ix. **নিয়মকানুন ও সমাজের প্রশাসন:** সমাজবিদ্যা শিক্ষার প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলার দিকটিও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আগে শৃঙ্খলা ছিল ব্যক্তিগত কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত শৃঙ্খলার পাশাপাশি সামাজিক শৃঙ্খলার বিকাশ ঘটে। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ John Dewey এই সামাজিক শৃঙ্খলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই সামাজিক শৃঙ্খলার ধারণাটি সামাজিক বিভিন্ন কার্যাবলি এবং অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। সুতরাং বলা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে মুক্ত শৃঙ্খলা এবং বিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যাপারে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

x. **পাঠ্যক্রম গঠন:** কয়েকজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ যেমন— Morre, Brown, Cole প্রমুখরা পাঠ্যক্রম নির্ধারণের ব্যাপারে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করার কথা বলেছেন -

Ⓐ পাঠ্যক্রম হবে নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল।

Ⓑ পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর বিকাশে উপযোগী হবে।

Ⓒ পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্বশীলতার মনোভাব গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করবে।

Ⓓ পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন ধরণের সমাজমূলক কার্যাবলিকে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

Ⓔ পাঠ্যক্রমে এমন বিষয়বস্তু রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়।

Ⓕ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ গড়ে তোলার জন্য পাঠ্যক্রমের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত একাধিক বিষয়কে রাখতে হবে।

Scanned with CamScanner

Ⓖ জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে।

xi. **শিক্ষণের পদ্ধতি:** অধ্যাপক Payne শিক্ষণ পদ্ধতি কী হবে, সে ব্যাপারে তিনটি মূলনীতির কথা বলেছেন। যেমন—

Ⓐ শিক্ষাদানকে কার্যকরী করে তুলতে হলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সামাজিক কার্যাবলিতে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। তবেই শিক্ষণ সার্থক ও অর্থপূর্ণ হবে।

Ⓑ শিক্ষাদান পদ্ধিতিকে আকর্ষণীয় ও জীবন্ত করে তুলতে হলে সামাজিক কার্যাবলির বা আচরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

Ⓒ সামাজিক কার্যাবলি, সামাজিক শক্তি ও সামর্থ্যের যাতে পূর্ণ ব্যবহার হয় সে দিকে লক্ষ রেখেই পাঠদান পদ্ধতি তৈরি করতে হবে।

▼ সমাজতাত্ত্বিকদের মতে আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা উচিত। যেমন-

Ⓐ এটা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে।

Ⓑ এটা শিক্ষার্থীদের সামজিক সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করবে।

Ⓒ এটা শিক্ষার্থীকে সামাজিক সামর্থ্যের উপযোগী করে তুলতে সাহায্য করে, যাতে তারা বিভিন্ন সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

Ⓓ এটা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আদর্শবোধ জাগ্রত করে তোলে।

Ⓔ শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে এমন দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে, যা তাদের সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনে সহায়ক হবে।

Ⓕ শিক্ষণ পদ্ধতি সর্বদাই সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়ে গড়ে উঠবে।

Ⓖ শিক্ষণ পদ্ধতি সর্বদাই গঠনমূলক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।

Ⓗ বক্তৃতা বা আবৃত্তি পদ্ধতির স্থানে শিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প ও দলগত কার্যাবলিকে স্থান দিতে হবে।

▼ **শিক্ষার লক্ষ্য:** সমাজতত্ত্ববিদের মতে শিক্ষার তিনটি প্রধান কাজ হল -

i. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ, সংরক্ষণ ও সঞ্চালন করা।

ii. নতুন সামাজিক সংগঠনের শিক্ষা এবং

iii. সৃজনমূলক ও গঠনমূলক কাজ সম্পাদন করা।

সুতরাং শিক্ষা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওপরোক্ত কাজগুলি সম্পাদন করে।

Scanned with CamScanner

Acknowledgement

I do hereby acknowledge that, the above mentioned study material is a part of the chapter 1,'Samajbigyan : Artho o Tar Samajtattik Bhitti' of the book, "Siksha o Samajtatta" authored by Dr. Dibyandu Bhattacharya which I have taken for the sake of the students academic purpose.

Biswajita Mohanty.
Date: 09.09.2020
Assistant Professor
Department of Education

Scanned with CamScanner